AKASHVANI(AIR)

RNU: KOLKATA

Bengali Text Bulletin

01-05-2026 **Time: 1.40 PM**

বিশেষ বিশেষ খবর –

১) ভোট গণনার প্রস্তুতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বিভিন্ন জেলা পরিদর্শন করছেন।

গণনা কেন্দ্রের কারচুপি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর অভিযোগ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ভিত্তিহীন বলে খারিজ করে দিয়েছে।

২) ভোট গণনায় কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীদের সুপার ভাইজার হিসেবে নিয়োগের বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি আবেদন কলকাতা হাইকোর্ট নাকোচ করে দিয়েছে।

৩) ভোট পরবর্তী হিংসার মোকাবিলায় নির্বাচন কমিশন পুলিশ প্রশাসনকে সব সময় সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

৪) তথাগত বুদ্ধের আবির্ভাব ও মহাপরিনির্বাণ তিথি উপলক্ষে যথোচিত মর্যাদায় আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপিত হচ্ছে।

পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে চলছে- শিকার উৎসবের প্রস্তুতি।

৫) রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় আজও ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস।

ভোট গণনার প্রস্তুতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে আজ থেকে একাধিক জেলায় পরিদর্শন শুরু করেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, গণনাকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, স্ট্রং রুম সংলগ্ন নজরদারি এবং গণনার দিন প্রোটোকল ঠিকমতো মানা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখাই এই পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য বলে তিনি জানিয়েছেন।

সরকারি সূচী অনুযায়ী, এ দিন সকালে কলকাতা থেকে হেলিকপ্টারে প্রথমে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে পৌঁছে গণনাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন তিনি। সেখানে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে প্রস্তুতির খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখা হয়। এরপর পুরুলিয়া শহরের গণনাকেন্দ্র ঘুরে দেখেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

দুপুরে ঝাড়গ্রামে পৌঁছে সংশ্লিষ্ট গণনাকেন্দ্র পরিদর্শন করবেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। পরে বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুরেও একইভাবে গণনাকেন্দ্র পরিদর্শন করে প্রস্তুতির সার্বিক চিত্র পর্যালোচনা করার পর তাঁর কলকাতায় ফেরার কথা।

এদিকে, রাজ্যের ২৯৪ টি বিধানসভা আসনের ৭৭ টি ভোট গণনা কেন্দ্রের স্ট্রং রুমগুলির নিরাপত্তায় প্রায় এক হাজার ৮৫০ জন কেন্দ্রীয় জওয়ানকে মোতায়েন রাখা হয়েছে। এছাড়াও গণনা কেন্দ্রে সিসিটিভি র সঙ্গে থাকছে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কেন্দ্রের বাইরে ১০০ মিটারের মধ্যে কোন যানবাহন প্রবেশ করতে পারবে না বলে নির্বাচন কমিশন প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে।

স্ট্রংরুম নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী গতরাতে কলকাতার সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের স্ট্রংরুমে যান।

ভোটযন্ত্রে কারচুপির উদ্দেশ্যেই ভোট গ্রহণের চারদিন বাদে গণনার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে মমতা অভিযোগ করেন। নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে সন্দেহজনক কিছু দেখেই তারা তৎপর হন বলেন তিনি জানান। ইভিএম-এ কারচুপির কোন চেষ্টা হলে তারা সবরকমভাবে তা প্রতিহত করার চেষ্টা চালাবেন বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকারও সমালোচনা করে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী

স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কমিশনকে রাজ্যজুড়ে সব স্ট্রংরুমের বাইরে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর আর্জি জানিয়েছেন । যাতে বাইরে থেকে সংবাদ মাধ্যম বা যেকোন দলের সমর্থকেরা তা দেখতে পান।

অন্যদিকে গণনা কেন্দ্রের কারচুপি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী যে অভিযোগ করেছেন, তা ভিত্তিহীন বলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল স্পষ্ট জানিয়েছেন। আকাশবাণীকে গতরাতে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, গণনা কেন্দ্রে পর্যাপ্ত সিসিটিভির বন্দোবস্ত রয়েছে। কঠোর নিরাপত্তার জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে মোতায়েন করা হয়েছে পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী। তারপরেও যদি কোন অভিযোগ থাকে তা নির্দিষ্ট জায়গায় জানানোর ব্যবস্থা থাকছে বলে শ্রী আগরওয়াল উল্লেখ করেন।

তিনি আরও বলেন, রাজ্যে ভোট-পরবর্তী হিংসা মোকাবিলায় নির্বাচন কমিশন, সব রকমের ব্যবস্থা নিচ্ছে। কয়েকটি জায়গায় বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটেছে এবং সেব্যাপারে ইতোমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে দু'জনকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।

কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে গতকাল পোস্টাল ব্যালট পৃথকীকরণের সময় কর্মীদের উপস্থিতির ভিডিওকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ই ভি এমের জালিয়াতির অভিযোগ তুলে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা সেখানে জড়ো হন। ছিলেন দলের দুই প্রার্থী শশী পাঞ্জা ও কুনাল ঘোষ । তারা অভিযোগ করেন, স্ট্রং রুমের ভেতরে সন্দেহজনক কিছু গতিবিধি দেখা গেছে। দ্রুত সেখানে পৌঁছে যান বিজেপির প্রার্থী তাপস রায় ও সন্তোষ পাঠক। দুইদলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে বচসা ধাক্কাধাক্কির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

এদিকে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বিকেল ৪ টের পর বিভিন্ন বিধানসভা আসনে পোস্টাল ব্যালটগুলি পৃথকীকরণের কাজ .চলবে। সেজন্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের আগেই সেখানে উপস্থিত থাকতেও বলা হয়।

কমিশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে ভোট পরবর্তী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ই ভি এম ও পোস্টাল ব্যালটের সুরক্ষা ব্যাবস্থা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। ভোট গ্রহণের পর সাতটি স্ট্রং রুম, প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট এবং জেনারেল অবজার্ভারের উপস্থিতিতে যথাযথভাবে বন্ধ ও সিল করা হয়। ভোট দেওয়া ইভিএম সম্বলিত মূল স্ট্রং রুমগুলো সম্পূর্ণ সুরক্ষিত এবং তালাবন্ধ অবস্থায় রয়েছে।

একই চত্বরে পোস্টাল ব্যালটের জন্য একটি পৃথক স্ট্রং রুম রয়েছে, যেখানে বিধানসভা কেন্দ্র অনুযায়ী ভোট দেওয়া ব্যালট পেপার এবং ইটিপিবিএস (ETPBS) রাখা আছে।

তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি- প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে স্ট্রং রুমের নিরাপত্তা ও সিল করার বিষয়টি দেখানো হয় বলে কমিশনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীদের ভোট গণনা কেন্দ্রে সুপার ভাইজার হিসেবে নিয়োগ করা হচ্ছে – এই অভিযোগ জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দায়ের করা একটি আবেদন খারিজ করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি কৃষ্ণা রাও গতকাল তার রায়ে স্পষ্ট জানিয়েছেন, গণনা কেন্দ্রে কাদের সুপার ভাইজার হিসেবে নিযুক্ত করা হবে সেবিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারেনা। কেন্দ্রীয় সরকারী দফতর অথবা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার কর্মীদের কাউন্টিং সুপার ভাইজার হিসেবে নিয়োগ করার ক্ষেত্রে আদালত বে-আইনি কোন কিছু দেখছে না বলেও বিচারপতি জানিয়েছেন।

তবে, তৃণমূল কংগ্রেসের কোন প্রার্থী, বিজেপি প্রার্থীর কাছে পরাজিত হলে সেক্ষেত্রে সুপার ভাইজার হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীর ভূমিকা আছে এমন প্রমাণ পাওয়া গেলে জন প্রতিনিধিত্ব আইনের ১-শো নম্বর ধারা অনুযায়ী পরাজিত প্রার্থী ফলাফল চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন বলেও বিচারপতি রাও তার নির্দেশ জানিয়েছেন।

ভোট পরবর্তী হিংসা ঠেকাতে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে গত সন্ধ্যায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে এক বিশেষ বৈঠক বসে। তাতে জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের তৎপর থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বুধবার দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণের আগে থেকে কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় হিংসার খবর পাওয়া গেছে, যা দেখে কমিশন আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে আরও সক্রিয় হতে চলেছে। উল্লেখ্য, প্রথম দফার ভোটের আগে ২ হাজারের বেশি দুষ্কৃতিকারীকে এবং দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণের আগে দেড় হাজারের বেশি দুষ্কৃতিকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত, এন কে মিশ্র, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল সহ পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাব্যক্তিরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ভোট গণনার দিন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। রাজ্যের কোন প্রান্ত থেকেই হিংসার কোন ঘটনার খবর পেলেই দ্রুত সেখানে গিয়ে কঠোর পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফল প্রকাশের পরে আধাসামরিক বাহিনীকে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরে রাজ্যে খুন, ধর্ষণ, অগ্নি সংযোগ সহ বিভিন্ন অপরাধের জন্য প্রায় ২ হাজারটি অভিযোগ কলকাতা হাইকোর্টে জমা পড়ে। হাইকোর্টের কথা মতোই, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ভোট পরবর্তী হিংসা খতিয়ে দেখে একটি রিপোর্ট তৈরি করেছিল। কয়েকটি ক্ষেত্রে সিবিআই তদন্তেরও নির্দেশ দেওয়া হয়। ভোট পরবর্তী হিংসার ভিন্ন মামলা এখন বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায়, ভোট দিতে গিয়ে হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরে ৮২ বছরের পুর্ণ চন্দ্র দলুইয়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে, রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে অসহযোগিতার যে অভিযোগ এনেছে, তা সম্পুর্ন মিথ্যে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সমাজ মাধ্যমে এক বার্তায় নির্বাচন কমিশন জানায়, অসুস্থ ওই ব্যক্তিকে ইভিএম পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর পুত্রকে বুথের ভেতর ঢোকার অনুমতিও দেওয়া হয়। ভোট দেওয়ার পর হঠাত অসুস্থ হয়ে গিয়ে মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধের। কেন্দ্রীয়

বাহিনীর সঙ্গে কোনও রকম হাতাহাতির ঘটনা ঘটেনি বলে স্পষ্ট জানিয়েছে নির্বাচন কমিশনের সাধারণ পর্যবেক্ষক।

বিধানসভা ভোটের গণনা পর্বের ঠিক আগে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরের দাড়িভিট গেন্না বাড়ি এলাকায় বোমা উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার একটি নির্জন স্থানে সন্দেহজনক বস্তু পড়ে থাকতে দেখে প্রথমে কয়েকজন বাসিন্দার নজরে আসে। তারা সঙ্গে সঙ্গেই ইসলামপুর থানায় খবর দিলে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ বাহিনী। পরে বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলকে ডেকে পাঠানো হয় এবং গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়। উদ্ধার হওয়া বোমাগুলি সতর্কতার সঙ্গে সেগুলি নিষ্ক্রিয় করার কাজ চলছে। তবে এই বোমাগুলি কোথা থেকে এল, কারা এখানে মজুত করে রেখেছিল—তা এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে এবং বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন ও মহা পরিনির্বাণ উপলক্ষে এই বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্নিমা, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে এক পবিত্র উৎসব। বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে বৌদ্ধ মন্দিরগুলিতে গৌতম বুদ্ধের পূজা সহ নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আলোর মালায় সাজানো হয়েছে বৌদ্ধ মন্দির গুলি। উল্লেখ্য, আড়াই হাজারেরও বেশী সময় আগে বৈশাখী পূর্নিমা তিথিতেই জন্ম গ্রহণ করেন গৌতম বুদ্ধ।

আবার এই বৈশাখী পূর্নিমা তিথিতেই গৌতম বুদ্ধ তার সাধনায় সিদ্ধি লাভ ও মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়।

এদিকে, বুদ্ধ পূর্ণিমায় পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে প্রতি বছরের মত এবারেও শিকার উৎসব বা সেঁন্দরার প্রস্তুতি চলেছে জোরকদমে। পুরুলিয়া ছাড়াও পার্শ্ববর্তী বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ এই শিকার উৎসবে অংশ নিতে ভিড় জমান।

আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, এই উৎসবের আগে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বাড়তি সতর্কতা নিয়েছে জেলা বন দপ্তর। পাহাড়ের বিভিন্ন গ্রামে চলেছে সচেতনতা প্রচার, লাগানো হচ্ছে পোস্টাল ব্যানার। পোস্টারে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বার্তা দেওয়া হয়েছে। বন দপ্তর ঐতিহ্য বজায় রেখে বন্যপ্রাণী ও পরিবেশের যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সেইভাবে শান্তিপূর্ণ উৎসব পালনের সবরকমের উদ্যোগ নিয়েছে।

আজ ঐতিহাসিক মে দিবস। দিনটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবেও উদযাপিত হয়ে থাকে। নানা অনুষ্ঠান ও কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দিনটি পালিত হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য, দৈনিক আট ঘন্টা কাজের সময় এর দাবিতে ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে পথে নেমে বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা । বিক্ষোভ প্রতিহত করতে পুলিশের গুলি চালনায় আন্দোলনকারীদের অনেকেই হতাহত হন। এই ঘটনার পর

১৮৮৯ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে প্রস্তাব পেশ করা হয়। ওই সম্মেলন থেকে শ্রমিকদের সময়সীমা দৈনিক ৮ ঘন্টা বেঁধে দেওয়া হয়। সম্মেলন শেষে পয়লা মে দিনটিকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে পালনের কথা ঘোষণা করা হয়।

মে দিবস উদযাপন উপলক্ষে শ্রমিক সংগঠন গুলির পক্ষ থেকে নানা অনুষ্ঠান ও কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। CITU র রাজ্য কমিটির দপ্তরে সকালে পতাকা উত্তোলন ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।বিকাল ৫ টায় ধর্মতলার লেনিন মূর্তির পাদদেশ থেকে মৌলালি রামলীলা ময়দান পর্যন্ত মিছিল বের করা হবে।

এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল আগামী ৮ই মে প্রকাশিত হবে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় সকাল সাড়ে নটায় এক সাংবাদিক বৈঠকে আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা করবেন।

পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে, দশটা পনেরো থেকে ওয়েবসাইটে রেজাল্ট দেখতে পারবে পরীক্ষার্থীরা।

উল্লেখ্য, এবার পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৮৪ দিনের মাথায় প্রকাশিত হতে চলেছে মাধ্যমিকের ফল। দোসরা ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পরীক্ষা চলে। এবার ৯ লক্ষ ৭১ হাজারের বেশি পড়ুয়া এই পরীক্ষা দিয়েছেন।

অনুকূল বায়ুপ্রবাহ ও বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি হওয়ায় রাজ্যের বেশিরভাগ জেলায় আজও বৃষ্টির সম্ভাবনা ।দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলাগুলিতে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি এবং দার্জিলিং কালিম্পং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা রয়েছে।।

উপকূলবর্তী এলাকায় ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় মৎস্যজীবীদের চার তারিখ পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

কালবৈশাখীর দাপটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকার কাকদ্বীপ মহকুমায় ধানচাষীরা চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন। বিঘার পর বিঘা জমিতে এখনও কাটা না হওয়া ধান পড়ে রয়েছে। লাগাতার বৃষ্টির জেরে জমিতে জল জমে ধান গাছের গোড়া পচে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই কাটা ধান জমিতেই পড়ে থাকায় সেগুলিও নষ্ট হওয়ার মুখে। দ্রুত ধান ঘরে তুলতে না পারলে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন তাঁরা। কীভাবে এই পরিস্থিতি সামাল দেবেন, তা নিয়ে দিশেহারা এলাকার কৃষকরা।

এদিকে উত্তর ২৪ পরগণার হিঙ্গলগঞ্জের বিসপুর পঞ্চায়েতের *পূবের ঘেরি* এলাকায় গত কালের ঝড় বৃষ্টিতে গাছ ভেঙে পড়ে দুটি বাড়ির ক্ষতি হয়েছে। মৃত একাধিক গবাদি পশু। বাড়ির লোকেরা অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন।

পরপর দুরাতের কালবৈশাখীর ঝড়ে ও মুষলধারায় বৃষ্টির জেরে , পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় খরিফ মরশুমের ধানচাষে ব্যাপক প্রভাব পড়ায় ক্ষতিরমুখে কৃষকরা। মাঠের পাকা ধান জলে ভিজে নষ্ট হয়েছে।

এদিকে গত কয়েক দিনে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি পাট, তিল, মরসুমি আনাজের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে মনে করছেন কৃষকেরা ।

অন্যদিকে উদ্যানপালন বিশেষজ্ঞদের দাবি, ঝড় হলে আম, লিচু, কলার মতো বাগিচা ফসলের ক্ষতি হতে পারে। তবে শুধু বৃষ্টি হলে তা আম, লিচুর ক্ষেত্রেও সহায়ক হবে।

---------- ----------